মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে আওয়ামী লীগ নেতা সহ ১১ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর, গাংনী ও মুজিবনগর থানা পুলিশের যৌথ অভিযানে আওয়ামী লীগ নেতাসহ ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। আজ বুধবার সকালে তাদের আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ৩ জন আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী এবং অন্যদের বিরুদ্ধে আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানা ছিল।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, নতুন দরবেশপুর স্কুলপাড়ার সাজ্জাদ হোসেনের ছেলে নাঈমুল ইসলাম (৩৪), আমদহ গ্রামের সুকুর আলীর ছেলে রশিদুল ইসলাম ওরফে রাশিদ (৩৬), হঠাৎপাড়ার মোনাজাত আলীর ছেলে শাহাবুদ্দিন (৪২), নতুন মদনাডাঙ্গার মৃত জমির মাস্টারের ছেলে মুস্তাক আহম্মেদ (৪২), শোলমারী গ্রামের তমসের আলীর ছেলে মোফাজ্জেল হোসেন মোফা (৪২), গাংনী উপজেলার জোড়পুকুড়িয়ার অফেজ উদ্দিনের ছেলে ও আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী ফয়সাল হোসেন (৪৪), তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি, রামদেবপুর গ্রামের মৃত ইউসুব মণ্ডলের ছেলে মোজাম্মেল হক (৪৬), মাগুরা সদর উপজেলার সাচানি রাউতাড়া গ্রামের হারুন অর রশিদের ছেলে রাজু আহম্মেদ (২২), মুজিবনগরের বাগোয়ান গ্রামের কাহিরুল ইসলামের ছেলে মো. মিঠুন (৩২), বিশ্বনাথপুর গ্রামের রাহিন বিশ্বাসের ছেলে মো. রুবেল (২৮), ভবেরপাড়া গ্রামের আবদার আলীর ছেলে মো. এনামুল হক (৪৪)।

মেহেরপুর জেলা পুলিশ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট মামলায় আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৩ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাত থেকে আজ বুধবার সকাল পর্যন্ত মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এই ৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, বাগোয়ানের কাহিরুল ছেলে মোঃ মিঠুন (৩২), বিশ্বনাথপুরের রাহিন বিশ্বাসের ছেলে মোঃ রুবেল (২৮), মাঃ নং ৪(৪)২৫ এবং ভবেরপাড়ার মোঃ আবদার আলীর ছেলে মোঃ এনামুল হক (৪৫), (জিআর ১৫১/২৩,এবং সি আর ৫৪৮/২৫)।

গ্রেফতাকৃতকে বুধবার দুপুরে আদালতে প্রেরণ করা করা হয়েছে। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে আভিযানিক কার্যক্রম পরিচালিত

মেহেরপুর জেলার গাংনী থানা কর্তৃক পরিচালিত এ অভিযানের অংশ হিসেবে গত ২৪ ঘন্টায় বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে ০৫(পাঁচ) জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেনঃ-
মোঃ শিপন মিয়া (৪০) পিতা- মোঃ আবু তালেব, মাতা- বেলাজান, সাং- গাড়াবাড়ীয়া, থানা-গাংনী, জেলা-মেহেরপুর (সভাপতি, তাঁতীলীগ, কাথুলী ইউপি) (গাংনী থানার মামলা নং ১১(৮)২৪ মুলে গ্রেফতার)।

মোঃ হাফিজুর রহমান (৫৬) পিতা- মৃত হাসেম, মাতা- মৃত হালিমা খাতুন, সাং- পীরতলা বিলপাড়া, থানা-গাংনী, জেলা-মেহেরপুর (সেক্রেটারী, কৃষকলীগ, কাজীপুর ইউপি) (গাংনী থানার মামলা নং ১১(৮)২৪ মুলে গ্রেফতার)। মোঃ সোহরাব হোসেন, পিতা- মৃত সৈয়দ আলী, সাং- বামন্দী, থানা- গাংনী, জেলা- মেহেরপুর (সি আর ৯০/২৫ গ্রেফতারী পরোয়ানা মূলে গ্রেফতার)। আকলিমা খাতুন, স্বামী- মোঃ শফিকুল ইসলাম, সাং- ধানখোলা উত্তরপাড়া, থানা- গাংনী, জেলা- মেহেরপুর। (সি আর ৯৪২/২৪ পরোয়ানা মূলে গ্রেফতার)। মোঃ লাল্টু বিশ্বাস (৪৩) পিতা- মৃত আক্কাছ আলী, সাং- লক্ষীনারায়নপুর (ধলা), থানা- গাংনী, জেলা- মেহেরপুর। (গাংনী থানার মামলা নং ১১(৪)২৫ মুলে গ্রেফতার)

গ্রেফতারকৃত আসামীদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরন করা হয়েছে। জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে।

মেহেরপুরে হারানো ১০৭টি মোবাইল উদ্ধার করে মালিককে তুলে দিল পুলিশ

ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ১০৭টি মোবাইল ফোন এবং মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রতারণার শিকার হয়ে হারানো ৬ লাখ ৭ হাজার টাকা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্ধার করেছে মেহেরপুর জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট।

উদ্ধারকৃত মোবাইল ফোন ও নগদ টাকা প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় মেহেরপুর পুলিশ সুপারের সভাকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে মালিকদের হাতে এসব ফোন ও টাকা তুলে দেন পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম।

উদ্ধারকৃত মোবাইল ফোনগুলোর মধ্যে মেহেরপুর সদর থানার ৬১টি, গাংনী থানার ১৬টি এবং মুজিবনগর থানার ৩০টি রয়েছে। এছাড়া মোবাইল ব্যাংকিং প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎ হওয়া ৫ লাখ ১৭ হাজার টাকা ও ভুলক্রমে অন্য অ্যাকাউন্টে পাঠানো ৯০ হাজার টাকাসহ মোট ৬ লাখ ৭ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়, যা মেহেরপুর সদর থানার আওতাধীন ছিল।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আব্দুল করিম, সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৩

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার অভিযানে ৩ জন আসামিকে গ্রেফতার হয়েছে।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাত থেকে আজ মঙ্গলবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার তিনটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতারকৃত হলো, কালা চাঁন্দপুর মোল্লাপাড়ার মোঃ আনারুলের ছেলে মোঃ লিটন মিয়া (২৫), মেহেরপুর সদর থানার, এফআইআর নং-১১, তারিখ- ০৭ এপ্রিল, ২০২৫; জি আর নং-১০৪, তারিখ- ০৭ এপ্রিল, ২০২৫; সময়- ২২.১৫ ঘটিকা ধারা- ৩৬(১) সারণির ৮(ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮, গোভীপুরের মৃত ইসমাইলের ছেলে মোঃ সাইদুর ইসলাম, বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম আদালত, মেহেরপুর, নন জিআর নং-৭৩/২৪, তারিখ- ১৭ অক্টোবর, ২০২৪; (মেহেরপুর, মেহেরপুর সদর) ঘটনার সময়- ধারা- ৫০৬ ঞযব চবহধষ ঈড়ফব, ১৮৬০ এবং আমঝুপির মৃত জাফর আলী ওরফে তেগার ছেলে মোঃ পলাশ (৩০), মেহেরপুর সদর থানার,এফআইআর নং-১০/১৮৩, তারিখ-১০ জুলাই, ২০২০; সময়- ২০.৩০ ঘটিকা ধারা- ৩৬(১) সারণির ৮(ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮।

গ্রেফতাকৃতকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেলার সর্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৩

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার অভিযানে ৩ জন আসামিকে গ্রেফতার হয়েছে। এর মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে ১ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ২ জন রয়েছে।

গতকাল রবিবার দিবাগত রাত থেকে আজ সোমবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার তিনটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতারকৃত হলো, হরিরামপুরের মোঃ খাকছারুল ইসলামের ছেলে মোঃ সাইফুল ইসলাম (২৯), মেহেরপুর সদর থানার মামলা নম্বর: ৯; তারিখ: ০৭ এপ্রিল, ২০২৫ আইনের নাম ও ধারা: ৩৬(১) সারণির ৮(খ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮।

মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতারকৃতরা হলো, রশিকপুরের মোঃ মরজেদ আলীর ছেলে মোঃ নাহিদ ইসলাম (২৩) এবং
দারিয়াপুরের মোঃ আবু বক্করের ছেলে দারিয়াপুর কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মোঃ আশিকুর রহমান (২৭)।

গ্রেফতাকৃতকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেলার সর্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে শিশু ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ, গণধোলাইয়ের পর পুলিশে সোপর্দ

কুষ্টিয়ার মিরপুরে একটি পাঁচ বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ছবির শেখ (৪৫) নামে এক ব্যক্তিকে স্থানীয়রা গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার নওপাড়া এলাকায়। আটককৃত ছবির শেখ মিরপুর উপজেলার নওপাড়া এলাকার খবির শেখের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গণধোলাইয়ের শিকার ছবির শেখের বিরুদ্ধে এর আগেও ধর্ষণের অভিযোগ ছিল। ধর্ষণ মামলায় তিনি দীর্ঘদিন জেল খেটেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয়দের বরাতে জানা যায়, রবিবার দুপুরে পাঁচ বছর বয়সী দুটি শিশু বাড়ির পাশে নদীতে কচুরিপানা নিয়ে খেলছিল। এই সুযোগে ছবির শেখ একটি শিশুকে জোর করে ধর্ষণের চেষ্টা করে। বিষয়টি টের পেয়ে স্থানীয়রা তাকে আটক করে গণধোলাই দেয়। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে তারা এসে ছবির শেখকে আটক করে নিয়ে যায়।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমিনুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, “ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে গণধোলাইয়ের শিকার ওই ব্যক্তিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।”

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেলার সর্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

শহীদ রাকিবুলের কবর জিয়ারত করলে এনসিপি’র যুগ্ম সদস্য সচিব তারেক রেজা

জুলাই-আগস্ট মাসে কোটা বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের সময় ঢাকার মিরপুরে পুলিশের গুলিতে নিহত শহীদ ইঞ্জিনিয়ার রাকিবুল হোসেনের কবর জিয়ারত করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)’র যুগ্ম সদস্য সচিব তারেক রেজা।

তিনি হরিণাকুণ্ডু উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের বাসুদেবপুর গ্রামে অবস্থিত শহীদ রাকিবুলের কবর জিয়ারত করেন। তার নেতৃত্বে দলের নেতাকর্মীরা কবর জিয়ারত ও বিশেষ দোয়া মোনাজাতে অংশ নেন।

কবর জিয়ারতের পর শহীদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন তারেক রেজা। তিনি শহীদের বাসায় গিয়ে রাকিবুলের মা, বাবা ও অন্যান্য স্বজনদের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা ও কুশলাদি বিনিময় করেন এবং তাদের খোঁজখবর নেন।

এ সময় তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এবং শহীদের মায়ের হাতে ঈদ উপহার ও আর্থিক সহায়তা তুলে দেন।

তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন—বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঝিনাইদহ জেলা শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক আবু হাসনাত তানাইম, হরিণাকুণ্ডু উপজেলার আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম, সহযোদ্ধা তৌফিক আলম, ধ্রব্যসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

তারেক রেজা বলেন, “শহীদদের ঋণ কখনো শোধ করা যাবে না। তারা জাতির জন্য যে ত্যাগ করেছেন, তা চিরস্মরণীয়। বর্তমান অন্তবর্তী

সরকার সবসময় শহীদ পরিবারের পাশে রয়েছে এবং থাকবে।”

তিনি আরও বলেন, “রাকিবুলের মতো অনেক মানুষ বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন। এই সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার নিশ্চিত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কোটা বৈষম্য বিরোধী ও কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় ঘটে যাওয়া সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার হওয়া সময়ের দাবি, এবং তা আমরা নিশ্চিত করবো।”

গাংনীতে পার্কে ঘোরানোর নাম করে নাতনিকে ধর্ষণের চেষ্টা, গণধোলাই শেষে পুলিশে সোপর্দ

ঈদে পার্কে ঘুরাতে যাওয়ার নাম করে পঞ্চম শ্রেনীর ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার অপরাধে আসাদুজ্জামান নামের এক রাজমিস্ত্রিকে জনতা আটক করে গণধোলাই শেষে পুলিশে দিয়েছেন। এঘটনায় ভিকটিমকে উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পিরতলা গ্রামের হুরমত তলার মাঠে এই ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত আসাদুজ্জামান পিরতলা গ্রামের আব্দুস সামাদের ছেলে। সে তার নানার বাড়ি একই উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামে বসবাস করেন। ভিকটিম ওই ছাত্রীটি আসাদুজ্জামানের মেয়ে লিজার আপন জা’র মেয়ে।

আসাদুলের মেয়ে লিজা খাতুন জানান, আমার বিয়ে হয়েছে গাংনী উপজেলার খাস মথুরাপুর গ্রামের পশ্চিমপাড়াতে। ঈদ উপলক্ষে আমি ও আমার জা’র মেয়ে (ভিকটিম) বাবার বাড়িতে বেড়াতে এসেছি। আমার বাবা তাকে পার্কে ঘোরানোর জন্য মোটরসাইকেলে করে নিয়ে যায়। পরে লোকজনের কাছ থেকে শুনছি আমার বাবা মেয়েটিকে ধর্ষণের চেষ্টা চালিয়েছে। ঘটনাটি সত্যি হলে বাবার দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবী জানান তিনি।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, নাতি সম্পর্কের ভিকটিমকে পার্কে ঘোরানোর

নাম করে নানা আসাদুল সন্ধ্যার পরপরই গ্রামের পাশেই হুরমত তলার মাঠ নামক স্থানে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। ভিকটিম এসময় কৌশলে দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে স্থানীয় লোকজনকে জানায়।

এসময় লোকজন অভিযুক্ত আসাদুল ইসলামকে ধরে উত্তম মাধ্যম দেন। খবর পেয়ে স্থানীয় ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের একদল পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে জনতার রোশ থেকে উদ্ধার করে থানায় নেন। পরে ভিকটিমকে উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে নিজের দোষ স্বীকার করেছে বলে জানান ওসি বানী ইসরাইল।

এদিকে ঘটনার পরপরই মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম গাংনী থানায় এসে ভিকটিমের সাথে কথা বলেন। এছাড়া অভিযুক্তকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম জানান, এঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ভিকটিমের সাথে কথা বলা হয়েছে। এছাড়া অভিযুক্তকেও প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।